দৈনিক
ইত্তেফাক

7 FEB 2017

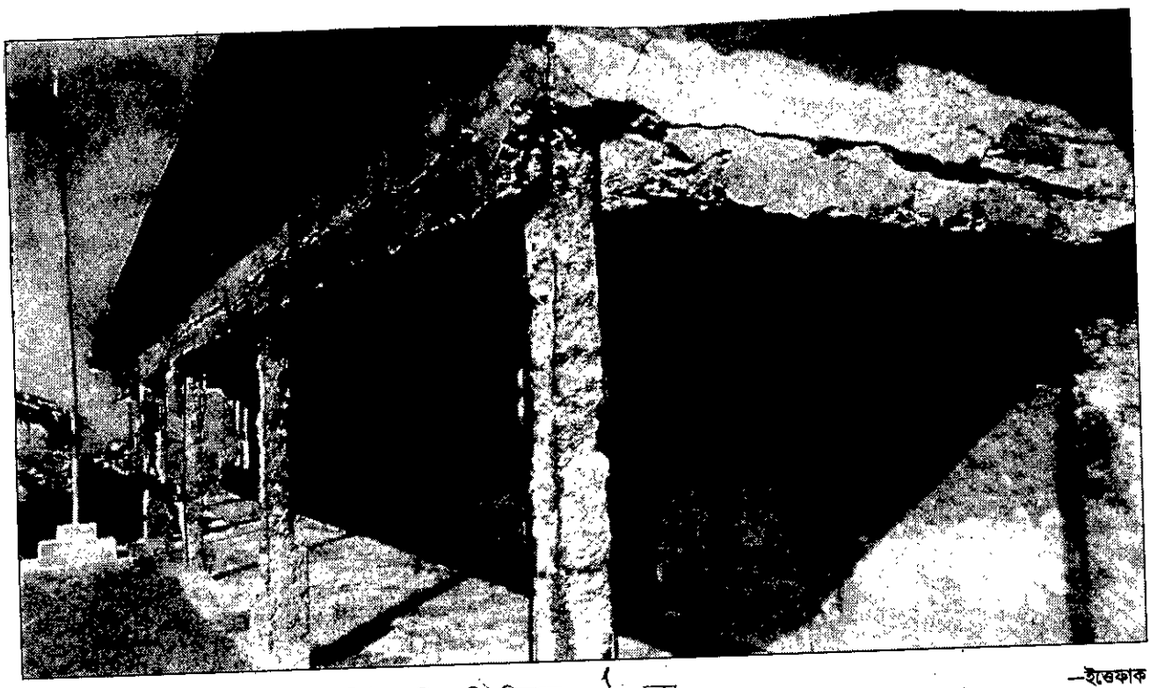

ডুমুরিয়া (খুলনা): উপজেলার কুড়েঘাটায় জরাজীর্ণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন —ইত্তেফাক

ডুমুরিয়ায় ৩৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ

■ জি এম আব্দুস ছালাম, ডুমুরিয়া (খুলনা) সংবাদদাতা

ডুমুরিয়া উপজেলায় ৩৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঠদানের জন্য অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। এতে প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থী বছরের শুরুতেই নতুন বই হাতে পেয়েও ঠিকভাবে লেখাপড়া করতে পারছে না। শিক্ষার্থীদের পাঠদান ধরে রাখতে কোথাও কোথাও শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবনের বারান্দায়, বিদ্যালয় সংলগ্ন খোলা মাঠ, গাছতলা আবার হাটের খোলা ঘরও ব্যবহার করছেন। জরাজীর্ণ বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে: কৈপুকুরিয়া, বরাতিয়া, মাগুরখালী, রংপুর কালীবাটী, খলসী, ধানিবুনিয়া, খড়িবুনিয়া, উলা হাজিবুনিয়া, সেনপাড়া, শেখ মমিন, কাঞ্চনপুর, মান্দা, কাটেংগা, বরুণা, রুদাঘরা, খরসংঘ শোলগাতি, ভদ্রদিয়া, পল্লীশ্রী, জাবড়া ওয়াবুনিয়া, সিংগা, খড়িয়া, কুড়েঘাটা, উত্তর আরশনগর, টোলনা পাকুড়িয়া, কোড়াকাটা শুকরমারী, ময়নাপুর, জিয়ালতলা, কাঁঠালতলা মঠ, শেখের ট্যাক, আরাজী ডুমুরিয়া, বান্দা উত্তর পাড়া, তালতলা কুশারহুলা, লতাবুনিয়া বাঁশতলা, বাগআঁচড়া, উত্তর চিংড়া, শোভনা তরুণ সংঘ ও নোয়াকাটি মাঠের হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সোমবার উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে নোয়াকাটি মাঠের হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, জরাজীর্ণ ভবনের একটি

বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ১৭৮ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। দীর্ঘদিন বিদ্যালয় ভগ্ন থাকার কারণে অনেক শিক্ষার্থীকে এখন আর অভিভাবকরা এ বিদ্যালয়ে আসতে দেয় না

কক্ষে শিক্ষক মঞ্জুয়ারা পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান দিচ্ছেন। তিনি জানান, সকালে বিদ্যালয়ের মাঠে পাঠদান শুরু করেছিলাম। রোদের তীব্রতা বাড়ায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভাঙা কক্ষে এসেছি। এমনিভাবে আরেক শিক্ষক সুইটি বালা হাটের টিনের ছাউনির নিচে কাপড় দিয়ে ঘিরে কক্ষ তৈরি করে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছেন। এসময় দেখা যায় তীব্র গরমে শিক্ষার্থীরা ঘেমে গিয়ে ঝিমিয়ে পড়ছে। খাবার পানির কোনো সুব্যবস্থা না থাকায় মাঝে-মধ্যে পাশের বাড়ি থেকে পানি এনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা খেয়ে থাকেন বলে তারা জানান। প্রধান শিক্ষক দিলরুবা জাহান বলেন, বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ১৭৮ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। দীর্ঘদিন বিদ্যালয় ভগ্ন থাকার কারণে অনেক শিক্ষার্থীকে এখন আর অভিভাবকরা এ বিদ্যালয়ে আসতে দেয় না। পাঁচজন শিক্ষকের বসার কোনো ব্যবস্থাও নেই।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আলমগীর হোসেন জানান, জরাজীর্ণ এ ভবনের তালিকা বহু আগে সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হয়েছে। তবে জীর্ণশীর্ণ ভবনের বিকল্প কোনো অবকাঠামো না থাকায় ৩৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থীর পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। ফলে অনেক অভিভাবক তাদের শিশুদেরকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিচ্ছেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পারভীন জাহান জানান, জীর্ণ ভবনগুলোর স্থানে নতুন ভবন তৈরি করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে চিঠি দেয়া হয়েছে।